কুষ্টিয়ায় বিজিবির অভিযানে ২৯ লাখ টাকার পণ্য উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী ধারাবাহিক অভিযানে প্রায় ২৯ লাখ টাকার চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার করেছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

সোমবার (১৬ মার্চ) ও মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ বিভিন্ন বিওপির টহলদল সীমান্তবর্তী এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব মালিকবিহীন ভারতীয় পণ্য জব্দ করে।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজিবি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার কাথুলী, শুভরাজপুর, চিলমারী, রংমহল, রামকৃষ্ণপুর, আশ্রয়ণ ও মথুরাপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫ হাজার ২২০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ৪ হাজার ২৫০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট, ২৩ বোতল মদ এবং ২১৪ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য ২৮ লাখ ৮৭ হাজার ২৭০ টাকা।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) আরও জানায়, সীমান্ত এলাকায় মাদক, চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধ দমনে তারা সবসময় কঠোর অবস্থানে রয়েছে। দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

তেল পাচার রোধে চুয়াডাঙ্গা

সীমান্তে বিজিবির টহল ও তল্লাশি জোরদার

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অস্থিরতা ও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্ভাব্য পাচার রোধে চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে জনবল বৃদ্ধি, টহল ও তল্লাশি কার্যক্রম জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সদর দপ্তর বিজিবির নির্দেশনা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় দর্শনা আইসিপিসহ জেলার বিভিন্ন সীমান্তে জ্বালানি তেল পাচার প্রতিরোধে অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন করা হয়েছে। একই সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করে যানবাহন ও সন্দেহভাজন মালামালের ওপর তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে অতীতে যেসব রুট দিয়ে ডিজেল ও পেট্রোল পাচারের চেষ্টা হয়েছিল, সেসব পয়েন্টে বাড়তি বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে দর্শনা আইসিপি গেটে দেশীয় ও ভারতীয় পণ্য ভারতে প্রবেশের সময়ও অধিক সতর্কতার সঙ্গে তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ টহল, গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সন্দেহভাজন যানবাহনে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত পথে জ্বালানি তেল পাচার না হতে পারে সে বিষয়ে বিজিবি সদস্যরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সন্দেহজনক যেকোনো চলাচলের ওপর কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি সম্পদ সুরক্ষায় সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হবে এবং পাচারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির আহ্বানে অধিনায়ক পর্যায়ে বিএসএফের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পতাকা বৈঠক

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির আহ্বানে অধিনায়ক পর্যায়ে বিএসএফের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬বিজিবি)এর অধীনস্থ দর্শনা আইসিপি দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত মেইন পিলারের ৭৬ এর নিকট বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জয়নগর মাঠ নামক স্থানে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জয়নগর মাঠ নামক স্থানে বিষায়োক্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সাক্ষাতে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন ৬-বিজিবি এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান পদাতিক, উপ-অধিনায়ক মেজর তোয়াসীন হাবীব হাসান ও এডি মোঃ রাজ মামুহুদ সাথে ০৬ জন এবং প্রতিপক্ষে ৩২ বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের সীমা নগর এর কমান্ডেন্ট সুজিত কুমারের নেতৃত্বে ৬ জন বিএসএফ অংশ নেয়।

এ সৌজন্য সাক্ষাৎকারে সর্বপ্রথম উভয়পক্ষের কুশলাদি বিনিময় করেন পরবর্তীতে উক্ত সৌজন্য সাক্ষাতে উভয় দেশের সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে অবৈধ সীমান্ত অতিক্রম ও চোরাচালান প্রতিরোধ করা, সীমান্তে কোন প্রকার হত্যা জনিত ঘটনা না ঘটে, সীমান্তে টহল তৎপরতা বৃদ্ধি এবং গোয়েন্দা নজরদারি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সীমান্ত এলাকায় সিভিল জনসাধারণের উপর অনাকাঙ্খিত ফায়ার না করা, এতে বিএসএফ কমান্ডার এক মত পোষণ করেন, আসন্ন নির্বাচনে যাতে কোনো প্রকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য উভয় দেশে সতর্কতা থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

পরিশেষে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ

সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

জীবননগরে বিজিবির অভিযানে তিন পিস স্বর্ণের বারসহ এক কারবারী আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) অভিযান চালিয়ে তিন পিস স্বর্ণের বারসহ মাহাবুল নামে এক কারবারীকে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার সময় গোয়ালপাড়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণসহ ওই কারবারীকে আটক করে বিজিবি। আটককৃত কারবারী জীবননগর উপজেলার মেদিনীপুর গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে মাহাবুল হোসেন (৪২)।

মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে বিকেল সাড়ে ৪ টার সময় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের বেনীপুর বিওপির একটি বিশেষ টহল দল গতকাল বৃহস্পতিবার গোয়ালপাড়া-জীবননগর মহাসড়কের গোয়ালপাড়া নামক স্থানে জাকা মোল্লার ইট ভাটার পূর্ব পাশে পাঁকা রাস্তার উপর অভিযান চালায়।

এসময় বিজিবি সদস্যরা মো. মাহাবুল হোসেনকে মোটরসাইকেল ও মোবাইলসহ আটক করে। পরে তার দেহ তল্লাশি করে তিন পিস স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত স্বর্ণের ওজন ৩৪৯ দশমিক ৪৯ গ্রাম। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৬৫ লাখ ৯৩ হাজার ১২৫ টাকা।

আটককৃত কারবারিকে মোবাইল এবং মোটরসাইকেলসহ জীবননগর থানায় সোপর্দ এবং স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা জেলা সরকারী কোষাগারে জমা করার

কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ১৪ নাগরিককে হস্তান্তর

অবশেষে ভারতের উড়িষ্যার ১৪ নাগরীককে কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতের বিএসএফের কাছে তুলে দিলেন বিজিবি। গতকাল দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া মিরপুর ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর মাধ্যমে তাদেরকে ভারতে প্রেরণ করে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্ত আইন ও আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন করে বিএসএফ দ্বারা ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে (দর্শনা সীমান্ত দিয়ে) ঠেলে পাঠানোর ঘটনায় বিজিবি কঠোর প্রতিবাদ জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় বিএসএফের ১৪৬ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট শ্রী প্রেমপাল সিংয়ের উপস্থিতিতে রোববার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে তাদের ভারতের অভ্যন্তরে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি আরো জানান, বিজিবির মোহাম্মদপুর কোম্পানি কমান্ডার ও বিএসএফের জলংগী কোম্পানি কমান্ডারের মাধ্যমে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ১৪ জনকে পুশব্যাক করা হয়।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে তীব্র শীত, ঘন কুয়াশা ও অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ভারতের নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বিএসএফ দর্শনা সীমান্ত অতিক্রম করে তাদের বাংলাদেশে পুশইন করে। পুশইন ব্যক্তিদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ, ছয়জন নারী ও দু’জন শিশু ছিল বলে বিজিবি ও পুলিশ সূত্র নিশ্চিত করেছে।

পুশইনের পর দর্শনা হল্ট স্টেশনের কাছে একটি গাছতলায় তারা প্রচণ্ড শীত ও খাবারের অভাবে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকলে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। রাত আনুমানিক ১১টার দিকে খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ও দর্শনা বিজিবির একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে এবং পরিচয় ও ঠিকানা সংগ্রহ করে।

পুলিশ ও বিজিবি জানায়, তারা ভারতের ওড়িষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুর জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার ব্যক্তিরা হলেন- গুলসান বিবি (৯০), জব্বার আলি (৭০), আলকুম বিবি (৬৫), উকিল শেখ (৪৩), সাবেরা বিবি (৩৪), হাকিম আলি (৪৫), সামসেরা বিবি (৪২), শেখরাজ (৩২), মেহেরুন বিবি (২৫), রহিদ আলি (৩৪), শেখ বান্টি (২৮), শাকিলা খাতুন (১০), নাছরিন নেছা (১২) ও মো: তৌহিদ আলি (১৪)।

উড়িষ্যার বাসিন্দা বৃদ্ধ জব্বার আলি সাংবাদিকদের জানান, আমরা ভারতের নাগরিক। আমাদের কাছে নাগরিক কার্ড ও আধার কার্ড ছিল, সব কেড়ে নেয়া হয়েছে। শুধু মুসলিম পরিচয়ের কারণে আমাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এ দেশে আমাদের কেউ নেই, আমরা কোথায় যাবো?

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদি হাসান জানান, রাতেই ১৪ জনের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিজিবির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল) মো: আনোয়ারুল কবির রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দর্শনা বিজিবি সূত্র জানায়, উদ্ধার ১৪ জনকে শনিবার রাতেই কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারা সবাই হিন্দি ভাষাভাষী এবং বাংলাদেশে তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কেউ নেই বলে জানিয়েছেন।

এ ঘটনায় সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পুশইন ইস্যুতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

গাংনীতে বিজিবির অভিযানে মদ-ট্যাবলেট ও পটকা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে ভারতীয় মদ, যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট ও পটকা উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ বুধবার রাত দেড়টার দিকে কাজীপুর বর্ডারপাড়া এলাকা থেকে

পরিত্যক্ত অবস্থায় সেগুলো উদ্ধার করা হয়। ৪৭-বিজিবি ব্যাটেলিয়ন প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাজীপুর এলাকার ১৪৬/৪-এস হতে আনুমানিক ৩০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজীপুর বর্ডারপাড়া নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সুবেদার মোঃ হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে নিয়মিত টহল দল ওই স্থানে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ভারতীয় ৩০ বোতল মদ, ৭শ’ পিস সিলডিনাফিল ট্যাবলেট এবং ১১শ’৪০পিচ চকলেট বাজি (পটকা) উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির নজরদারি জোরদার

খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রধান ও শ্রমিক সংগঠনের খুলনা বিভাগীয় সংগঠক মোস্তাফিজুর রহমান শিকদার আহত হওয়ার পর থেকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)’র পক্ষ থেকে ব্যাটালিয়নের আওতাধীন মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

ঘটনার পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ মেহেরপুর সীমান্তের পিলার ৭৫/০ থেকে ১৩১/৮-আর পর্যন্ত প্রায় ১৩০ কিলোমিটার এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি ও নজরদারি কার্যক্রম শুরু করেছে।

সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে টহল বৃদ্ধি, গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

বিজিবি সূত্র জানায়, যেসব সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেসব এলাকা বিশেষভাবে সিলগালা করা হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে যেন

কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা অপরাধী পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

মুজিবনগর, নাজিরাকোনা, দারিয়াপুর, বুড়িপোতা, ইছাখালী, ঝাঝা, হরিরামপুর, শোলমারিসহ বিভিন্ন বিওপি এলাকায় অতিরিক্ত টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তসংলগ্ন অভ্যন্তরীণ এলাকায় যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

সীমান্ত এলাকা ছাড়াও গাংনী উপজেলা শহরে, মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ ও মেহেরপুর শহরে বিজিবির বিভিন্ন দল টহল ও তল্লাশি করতে দেখা গেছে। ঘটনাটি রাজনৈতিক অঙ্গনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান জোরদার করেছে।

খুলনায় এনসিপি নেতা মোতালেব হোসেনকে (৪২) গুলি করে আহত করার ঘটনায়- মেহেরপুরের গাংনীর সীমান্ত এলাকায় নজরদারি, পাহারা ও টহল জোরদার করেছে বিজিবি।

এদিকে ৪৭ বিজিবির পক্ষ থেকেও সোমবার বিকাল থেকে গাংনী সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় পাহারা ও টহল জোরদার করা হয়। ৪৭ বিজিবি’র পক্ষ থেকে সোমবার বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২২ ডিসেম্বর খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা থানার সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকার সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির শ্রমিক উইং এর খুলনা বিভাগীয় আহবায়ক ও এনসিপি কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মোঃ মোতালেব সিকদারকে (৪২) দুর্বৃত্তরা গুলি করে আহত করে। এঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতকারীকে আটক এবং সীমান্ত অতিক্রম রোধকল্পে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী গাংনী বিভিন্ন সীমান্তে নিচ্ছিদ্র নজরদারী ও পাহারা জোরদার করা হয়েছে।

এর প্রেক্ষিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধীনস্থ বিওপিসমূহ কর্তৃক দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এবং সীমান্তের আশেপাশের এলাকায় ৮টি চেকপোষ্ট স্থাপনের মাধ্যমে দুষ্কৃতকারীকে আটকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সীমান্তে দ্বিগুন টহল তৎপরতা বৃদ্ধি, চেকপোষ্টে তল্লাশি কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্কৃতকারী, অপরাধীর সীমান্ত অতিক্রম রোধকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকায় দুর্বৃত্তরা তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পরবর্তীতে চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শেখ হাসিনা সিটি মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও শ্রমিক উইংয়ের খুলনা বিভাগীয় আহ্বায়ক মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের গুলিবর্ষণের ঘটনার পর চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

অপরাধীরা যাতে সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত টহল, নজরদারি বৃদ্ধি এবং কৌশলগত স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায় এ গুলির ঘটনা ঘটে। এ সময় দুর্বৃত্তরা মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে তিনি গুরুতর আহত হন। তিনি এনসিপির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক এবং দলটির খুলনা বিভাগীয় শ্রমিক উইংয়ের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক জেলার দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও পাহারা জোরদারের নির্দেশ দেন। সোমবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরাধীদের দেশত্যাগ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন এবং নিয়মিত টহলের পাশাপাশি টহল কার্যক্রম দ্বিগুণ করা হয়েছে।

এছাড়া সীমান্ত দিয়ে চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করে দুষ্কৃতকারীদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান বলেন,

“এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সেজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন যশোর বিজিবির নির্দেশনায় সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।”

সীমান্তে অবৈধ পুশইন বন্ধে কাজ করবে বিজিবি

সীমান্তে অবৈধ পুশইনসহ চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার এবং মাদক পাচার বন্ধে কঠোরভাবে কাজ করবে বিজিবি। এ জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান।

শনিবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলার সীমান্তবর্তী সোনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমান্তে পুশইনসহ অবৈধ চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার এবং মাদক পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, সীমান্তে পুশইন বা চোরাচালান করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ কাজে সহযোগিতা করাও সমান অপরাধ। তাই আমরা সবাইকে এসব কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। সীমান্ত এলাকায় কোনো অচেনা ব্যক্তি দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে বিজিবিকে জানাতে হবে। তবেই বিজিবি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর উপ-অধিনায়ক মেজর মাসুদ হায়দার, সহকারী পরিচালক এডি হায়দার আলী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা আনসার-ভিডিপি অফিসার জেসমিন সুলতানা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমানসহ সীমান্তবর্তী সোনাপুর ও মাছপাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষ।

গাংনীর কাথুলী সীমান্তে ২৪ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ২৪ জন বাংলাদেশিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর কাছে হস্তান্তর করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ১৩২/৩ এস এর সামনে তেইরপুর এলাকায় এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু রয়েছে। তারা হলেন শরিফুল ইসলাম (৪৭), নিলিমা বেগম (৪১), আব্দুর রহিম (১৪), আদুরী খাতুন (৮), আশিক বিশ্বাস (১৬), রাতুল হোসেন (২১), কুলছুম খাতুন (১৮), উজ্জ্বল হোসেন (২), রেজাউল (৪০), জনি আহম্মেদ (১৮), রকিব হোসেন (২১), জিহাদ (২০), আবুবক্কর সিদ্দিক (২৪), হাসান আলী (২৬), জিন্নাত আলী (৩৪), জাফর চাপরাশি (৩৯), রাছেল হাওলাদার (২৭), আকতার হোসেন (৩২), রাজু (৩১), সিমা বেগম (৩১), শান্তা আক্তার (২৭), কাজী জসিম উদ্দিন (৪৭), লিলি খাতুন (৪৩) ও আছিয়া আক্তার (৮)।

পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে কাথুলী কোম্পানির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. কামরুজ্জামান এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্টার ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইরপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনচ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, এসব ব্যক্তি দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। সেখানে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিজিবির কাছে ফেরত দেয়।

কাথুলী বিজিবির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার কামরুজ্জামান বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে সবাইকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, হস্তান্তর হওয়া ২৪ জনকে থানায় রাখা হয়েছে। যাচাই বাছাই শেষে তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।